মালবিকাগ্নিমিত্র[১৩] ঃ বিদিশারাজ অগ্নিমিত্র ও বিদর্ভরাজকন্যা মালবিকার প্রণয় অবলম্বনে রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র। নায়ক অগ্নিমিত্র বর্ষীয়ান রাজা, তাঁর দুই পত্নী ধারিণী ও ইরাবতী। নায়িকা মালবিকা শবরদের দ্বারা অপহৃতা হয়ে দৈবক্রমে অজ্ঞাতপরিচয় অবস্থায় অগ্নিমিত্রের অন্তঃপুরে স্থান লাভ করে পরিচারিকারূপে নিযুক্ত হন। পট্টরাজ্ঞী ধারিণীর পটে তার পার্শ্বচারিণী মালবিকার চিত্র দেখে রাজা এই অজ্ঞাতকুলশীলা তরুণীর প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু রাণী সর্বদা এই সুন্দরী তরুণীকে রাজার চোখের আড়ালে রাখতে সচেষ্ট। বিদূষকের কৌশলে মালবিকা অন্তঃপুরে নৃত্যপরীক্ষায় নাচ দেখালেন। রাজা মালবিকাকে সাক্ষাৎ দেখলেন; উভয়ের পূর্বরাগ ঘনীভূত হল। অতঃপর প্রমোদকাননে নায়ক-নায়িকার নিভৃত সাক্ষাৎ ঘটল; অগ্নিমিত্র যখন মালবিকাকে আলিঙ্গনে উদ্যত, সেই সময় কনিষ্ঠা মহিষী ইরাবতী সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হলেন। অগ্নিমিত্র স্ত্রীর ভর্ৎসনা লাভ করলেন। পারিবারিক অনর্থ নিবারণের জন্য মালবিকাকে গৃহবন্দিনী করা হল। পুনরায় বিদূষকের চুতর্যে প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাৎ ঘটল; কিন্তু এবারেও রাণী ইরাবতীর আকস্মিক উপস্থিতির ফলে প্রণয়ভঙ্গ হল। কিছুদিন পর অজ্ঞাতকুলশীলা নায়িকার রাজকুমারী মালবিকারূপে যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হল; জানা গেল যে মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের হাতে সম্প্রদান করার জন্য তাঁর আত্মীয়া কৌশিকী এক বণিককে সঙ্গে করে যখন বিদিশায় আসছিলেন, তখন শবরদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তিনি ভাগ্যবলে ধারিণীর অসবর্ণ ভাই সীমান্তদুর্গের রক্ষক বীরসেনের সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর হাতেই মালবিকাকে ধারিণীর কাছে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্পণ করেন। অতঃপর পত্র মারফৎ সংবাদ পাওয়া গেল অগ্নিমিত্রের তরুণ পুত্র বসুমিত্র সিন্ধুতীরবর্তী যবনদের পরাস্ত করেছেন। পুত্রের যুদ্ধবিজয়ের সংবাদে আনন্দিতা ধারিণী ইরাবতীর সম্মতি নিয়ে মালবিকার সঙ্গে স্বামীর বিবাহের অনুমতি দিয়ে নায়ক-নায়িকার শুভ মিলন ঘটালেন।

বিক্রমোর্বশীয়[১৪] ঃ পুরূরবা-উর্বশীর প্রেম এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের কাহিনী। সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাহিনী অতি প্রাচীন ও জনপ্রিয় ছিল। ঋগ্‌বেদের সংবাদ-সূক্ত থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ, মহাভারত ও পুরাণে আলোচ্য আখ্যান বর্ণিত এবং নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই জনপ্রিয় কাহিনী আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য পর্যন্ত অখণ্ড ধারায়

Scanned with CamScanner

প্রবাহিত। নাট্যকার কালিদাস প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দ্বারা আলোচ্য প্রণয়কাহিনীকে এই নাটকে নবায়িত করে তুলেছেন। নাটকের বিষয়বস্তু এরূপ—কৈলাস পর্বত থেকে সঙ্গিনীদের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন কালে অপ্সরা উর্বশী যখন অসুরদের হাতে লাঞ্ছিতা হন, তখন মর্তের রাজা পুরূরবা ঐ স্থান দিয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। অপ্সরার আর্তনাদ শুনে রাজা তাকে দানবের হাত থেকে রক্ষা করেন। প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়। তারপর উর্বশী সখীদের সঙ্গে স্বর্গে ফিরে গেলেন; কিন্তু তার মনে মর্ত্য রাজার প্রেমের স্মৃতি অম্লান রইল। প্রেমমুগ্ধ রাজা যখন প্রমোদ-উদ্যানে নর্মসহচর বিদূষকের কাছে গোপন কাহিনী প্রকাশ করে মনের কথা খুলে বলছেন, তখন উর্বশী সেখানে অলক্ষিতে উপস্থিত হয়ে সেই কথাবার্তা শুনে গভীর প্রেমে আবদ্ধা হলেন। কিন্তু উভয়ের সাক্ষাৎ না ঘটতেই উর্বশীকে সেই স্থান ত্যাগ করে দেবদূতের আহ্বান শুনে সত্বর স্বর্গের দেবসভায় ফিরে যেতে হল, কারণ সেখানে ভরত সম্পাদিত নাট্যাভিনয়ে নায়িকার ভূমিকায় তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হবে। ভূর্জপত্রে লেখা অপ্সরার প্রেমপত্র প্রমোদবনে সবার অলক্ষ্যে মাটিতে পড়ে রইল। এমন সময় রাজমহিষী পরিচারিকার সঙ্গে সেখানে হাজির হলেন। দুর্ভাগ্যবশে উর্বশী রচিত প্রেমপত্র রাণীর পরিচারিকা নিপুণিকার দৃষ্টিগোচর হল। নিপুণিকা সেটি কুড়িয়ে মহারাণীর হাতে দিলেন। গোপন প্রেমের খবর ফাঁস হয়ে গেল; পুরূরবা হাতেনাতে ধরা পড়ে স্ত্রীর পায়ে ধরে মার্জনা চাইলেন। রাণী স্বামীকে ক্ষমা করলেন। অতঃপর চতুর রাজা মহারাণীর ব্যাপারে কিঞ্চিৎ উদাসীন রইলেন। অন্যদিকে স্বর্গে লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাটকে উর্বশী 'পুরুষোত্তম' শব্দের পরিবর্তে ভুলবশতঃ 'পুরূরবা' শব্দ উচ্চারণ করে আচার্যের দ্বারা অভিশপ্তা হলেন যে স্বর্গ ত্যাগ করে মর্তে জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু ইন্দ্রের অনুগ্রহে শাপ বরে পরিণত হল—সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত উর্বশী পুরূরবার সান্নিধ্য লাভ করবেন। মণিহর্ম্যপৃষ্ঠে অভিসারিকার বেশধারিণী উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার মিলন হল। রাজমহিষীর অনুগ্রহে পুরূরবা উর্বশীকে গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু একদিন উর্বশী প্রণয়কোপে নিজের অজ্ঞাতে স্ত্রীলোকের নিষিদ্ধ কুঞ্জে প্রবেশ করে লতায় পরিণত হলেন। প্রেমোন্মাদ রাজা বৃক্ষলতা-পশু-পাখীকে প্রিয়তমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তারপর দৈববশে 'সংগমন' মণির স্পর্শে উর্বশী পুনরায় স্বদেহ ফিরে পেলেন। প্রেমিক-প্রেমিকার পুনর্মিলন হল। অন্যদিকে তাদের পুত্র আয়ু পিতার অজ্ঞাতে বড় হচ্ছিল। একদিন এক বাণবিদ্ধ পাখী হঠাৎ পুরূরবা-উর্বশীর সামনে এসে পড়ল; উভয়ে লক্ষ্য করলেন সেই বাণে তাদের পুত্র আয়ুর নাম লেখা। কিছুক্ষণ পর জনৈকা স্ত্রীলোক আয়ুকে সঙ্গে করে তার মায়ের হাতে সঁপে দেওয়ার জন্য উর্বশীর কাছে উপস্থিত হলেন। এবার পুত্রমুখ দর্শনের ফলে উর্বশীকে স্বর্গে ফিরতে হবে। এই সময় দেবদূত নারদ হাজির হয়ে সমগ্র ঘটনা জানালেন এবং দেব-দানব সংগ্রামে দেবতাদের সাহায্য করতে পুরূরবাকে ইন্দ্রের আহ্বান জানালেন। অবশেষে পুরূরবা বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আজীবন স্বর্গে অপ্সরা উর্বশীর সান্নিধ্য লাভের বর পেলেন।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল[১১] : মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে লেখা সপ্তাঙ্ক নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তল কালিদসের এক অতুলনীয় সাহিত্যসৃষ্টি। মূল বস্তু কণ্বের আশ্রমপালিতা

Scanned with CamScanner

কন্যা শকুন্তলা ও পুরুবংশের রাজা দুষ্যন্তের প্রেম ও বিবাহ। একদা মৃগয়াবিহারী দুষ্যন্ত এক হরিণের পিছনে রথ ছোটাতে ছোটাতে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে ঢুকে পড়েন। সেখানে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নামে দুই সখীর সঙ্গে শকুন্তলা আশ্রমের গাছে জল দিচ্ছিলেন। তাদের সঙ্গে দুষ্যন্তের দেখা হল। প্রথম দর্শনেই রাজা শকুন্তলার রূপের মোহে মজলেন। শকুন্তলাও রাজাকে মন দিয়ে বসলেন। কথাপ্রসঙ্গে রাজা শকুন্তলার নামধাম ও বংশপরিচয় জেনে খুবই আশ্বস্ত হলেন। ইত্যবসরে এক বুনো হাতী আশ্রমে ঢুকে পড়লে আশ্রমবাসী সকলে সন্ত্রস্ত হলেন; শকুন্তলা আর তার সখীরা অভ্যন্তরে চলে গেলেন, রাজাও নিজের শিবিরে ফিরলেন। রাক্ষসেরা কণ্বের আশ্রমে ভয়ানক উপদ্রব করছে, তাই কণ্বের দুই শিষ্য এসে পুনরায় রাজাকে আশ্রমে নিয়ে যেতে চাইলেন। অন্যদিকে রাজধানী থেকে দূত এসে জানাল যে রাজমাতা ছেলের মঙ্গলের জন্য ব্রত করেছেন, তাই রাজাকে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে। দুষ্যন্ত উভয় সঙ্কটে পড়লেন। কিন্তু তিনি সুকৌশলে নিজের পরিবর্তে বিদূষককে রাজমাতার কাছে পাঠিয়ে স্বয়ং আশ্রমে চললেন। পুনরায় আশ্রমে নায়ক-নায়িকার দেখা হল। তখন রাজার বিরহে শকুন্তলার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সঙ্গীন। কাজের ছুতোয় সখীরা শকুন্তলাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। নায়ক-নায়িকার নিভৃত মিলন ঘটল। গান্ধর্ববতে উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন হল। রাজা শকুন্তলার হাতে একটি আংটি পরিয়ে দিয়ে যথাসময়ে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে আশ্রম থেকে বিদায় নিলেন। শকুন্তলা পতিচিন্তায় মগ্না। আশ্রমের প্রভাবশালী অতিথি দুর্বাসার প্রতি আতিথ্যের অবহেলার জন্য তিনি ঋষির দ্বারা অভিশপ্তা হলেন—শকুন্তলার যার চিন্তায় আত্মবিস্মৃতা, তিনি শকুন্তলাকে বিস্মৃত হবেন। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা দুর্বাসার পায়ে পড়লেন; অভিশাপ কিছুটা কমল—কোনও অভিজ্ঞান দেখালে শাপের প্রভাব দূর হবে। অভিশাপের কথা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারল না। অতঃপর কণ্ব আশ্রমে ফিরেছেন। তিনি তপঃশক্তিতে শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহ ও অন্যান্য ঘটনা জানলেন। ঋষির আদেশে আসন্নপ্রসবা শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরে দুষ্যন্তের প্রাসাদে পাঠান হল। কিন্তু দুষ্যন্ত দুর্বাসার অভিশাপে সমগ্র ঘটনা বিস্মৃত হয়েছে, তাই তিনি শকুন্তলাকে পরস্ত্রী বলে প্রত্যাখ্যান করলেন। শকুন্তলা অনেক চেষ্টা করেও নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না, তাই তিনি কঠোর ভাষায় স্বামীকে ভর্ৎসনা করলেন। এক জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তি স্বামী-প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে নিয়ে অজানা স্থানে উধাও হল। শকুন্তলার হাতে রাজার নামলেখা যে আংটি ছিল, সেটি শচীতীর্থের জলে পড়ে যায়। কিছুদিন পর এক জেলে শহরের বাজারে সেই আংটি বিক্রি করতে এসে নগর-কোতোয়ালের হাতে ধরা পড়ে। জেলের মুখে জানা গেল রুই মাছের পেটের ভিতর ঐ আংটি সে উদ্ধার করেছিল। এই আংটি শকুন্তলাকে দেওয়া রাজার নামলেখা সেই অভিজ্ঞান। আংটি দেখার পর দুর্বাসার অভিশাপ কেটে গেল। দুষ্যন্ত পূর্বাপর কাহিনী স্মরণ করে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের জন্য তীব্র দুঃখে কাল কাটাতে লাগলেন। কিছুকাল পরে স্বর্গে দেব-দানবের যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে সাহায্য করে রাজ্যে ফেরার সময় মারীচ ঋষির আশ্রমে সপুত্র শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের পুনর্মিলন হল।

Scanned with CamScanner